সমকাল

17 JAN 2017

প্রাথমিকের বই আলাদা ছাপার চিন্তা গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক স্তরের বই প্রণয়নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) মতো আলাদা প্রতিষ্ঠান করা যায় কি-না, সেই চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। তিনি বলেন, 'পাঠ্যবই ছাপানোর জন্য নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান করা যায় কি-না, এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা চলছে। প্রাথমিক স্তরের বই আলাদা করে ছাপালে এ সম্পর্কে আমাদের জবাবদিহিতা থাকবে।' গতকাল সোমবার মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

এনসিটিবির মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের বই ছাপিয়ে আসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত কয়েক বছর নতুন পাঠ্যবই বিতরণের পর ভুল-ত্রুটি বের হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কেউই তার দায় নিতে চায়নি।

এ বিষয়ে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ভুল তো আছে। পত্রিকায় অন্য বিষয়েও কথা আসছে। সংশোধনী নিয়ে কেউ কেউ বলছেন এটি প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজ। দেশে মিশ্র সংস্কৃতির ফলে এখানে ধর্মের খুব প্রভাব আছে। আবার প্রগতির ঝাও সবদিক মিলিয়ে আছে।' তবে পাঠ্যবইয়ে যতটা ভুল রয়েছে, তার চেয়েও বেশি সমালোচনা চলছে বলে মনে করেন গণশিক্ষামন্ত্রী।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির পিইডিপি-৩ প্রকল্প এ বছরের মাঝামাঝি শেষ হবে। এ প্রকল্প শেষ হলে চলতি বছরেই পিইডিপি-৪ প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। পিইডিপি-৩ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অর্থায়ন করে। প্রাথমিকের বই ছাপাতে এ প্রকল্প থেকে অর্থ নেওয়ায় বিশ্বব্যাংক কিছু শর্ত জুড়ে দেয়।

এ প্রসঙ্গে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পিইডিপি-৪-এ গিয়ে প্রাথমিক স্তরের বই আলাদা করে ছাপা যায় কি-না, সে ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি। বিশ্বব্যাংকের আওতার বাইরে এসে এটি ছাপা যায় কি-না, এ ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা চলছে।'